

## নির্বাচনী বন্ড কি সত্যিই ছিল কেলেক্টারি? তদন্ত নিয়ে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট: নির্বাচনী বন্ড অনুদান দিয়ে কি বিভিন্ন সংস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোনও বোঝাপড়া হয়েছিল? এর তদন্ত চেয়ে আদালতের নজরায়ীনে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করার আবেদন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। স্ত্রুত্রবার সেই আবেদন খারিজ করে দিল আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এই আবেদন দেওয়ার সময় এখনও আসেনি এবং এটা করা আদালতের পক্ষে উদ্ভুক্তও হবে না। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে, কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেক্টোরাল বন্ড প্রকল্পটি বাতিল করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত বলেছিল এই প্রকল্পটি “অসাংবিধানিক”। একই সঙ্গে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল, এই প্রকল্পে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে গোপন সংযোগতা করার জায়গা রয়েছে। বিরোধী দলগুলিও পরবর্তী সময়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বন্ডে অনুদান নিয়ে বিভিন্ন সংস্থাকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ব্যরাত পাইয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছিল। নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পের মাধ্যমে বোনো রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দেওয়া যেত। ব্যক্তিগতভাবে এবং কর্পোরেট সংস্থা হিসেবে, দুইভাষেই এইবন্ড কেনা যেত। বন্ড বিক্রি করত এসবিআই। সুপ্রিম কোর্ট এসবিআই-কে অবিরোধে নির্বাচনী বন্ড বিক্রি করা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই সঙ্গে, তারা কোন তারিখে বন্ড কিনেছে এবং কোন দল



কত টাকার বন্ড পেয়েছে, তার সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। এসবিআই-এর থেকে পাওয়া সেই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে। দেখা গিয়েছিল, লোকসানে চলছে এমন বেশ কিছু অনানী সংস্থাও নির্বাচনী বন্ড কিনেছে এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে তহবিল দিয়েছে। সেই সময়ই প্রশ্ন উঠেছিল, কেন কোনও লোকসানে চলা সংস্থা, কোটি কোটি টাকার তহবিল দেবে রাজনৈতিক দলগুলিকে? তাহলে কি এগুলো কোনও ভুয়ো সংস্থা? ভুয়ো সংস্থাগুলিকে সামনে রেখে অন্য কোনও সংস্থা টাকা দিয়েছে? এই লোকসানকারী সংস্থাগুলি যারা রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দিয়েছে, তাদের তহবিলের উৎসের তদন্ত চেয়েই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল। একই সঙ্গে, রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বিশেষ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অনুদান দেওয়া হয়েছে বলে যদি প্রমাণিত হয়, সেই ক্ষেত্রে সেই অর্থ পুনরুদ্ধারের বিষয়েও আদালতের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল এই আবেদনে। গত ফেব্রুয়ারিতে, এই প্রকল্প বাতিল করার সময়ে, প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ বলেছিল, স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার জন্য কোনও ভোটারের রাজনৈতিক দলগুলির অনুদান সংক্রান্ত তথ্য জানা অপরিহার্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে আইনেরও পরিবর্তন করা হয়েছিল। আগে, শুধুমাত্র লাজবন্ধ সংস্থাগুলিই অনুদান দিতে পারত। এই বন্ড প্রকল্প চালুর সময়ে সেই বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়। এই পরিবর্তন অসাংবিধানিক বলে জানিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচৌ। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি “অসাংবিধানিক” বলেছিল নির্বাচনী বন্ডের পক্ষে সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন, ভোটে কালো টাকা ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই ওই ব্যবস্থা (নির্বাচনী বন্ড) চালু করা হয়েছিল। তিনি বলেন, “যদি সং প্রতিক্রিয়ন দেখা যায়, সকলেই এক দিন এ নিয়ে অনুশোচনা করবে।” সেই সঙ্গে তিনি বলেন, “আমি কখনওই ভাবিনি একটি দ্বিধান্ত দলগুলির ক্রটিমুক্ত। কিন্তু বিরোধী দলগুলি নির্বাচনী বন্ড নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে।”

## কর্পোরেট স্টাইলে ছাঁটাই হতে পারে তৃণমূলে, ঘাসফুলে ‘অভিষেক পলিসি’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট: তৃণমূলকে নানা সময়ে পিসি ভাইপোর কোম্পানি বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতৃত্ব। তবে এবার তৃণমূল নেতৃত্ব যে পথে হাটার চেষ্টা করছে তা যেকোনও কর্পোরেট সংস্থাকেও হার মানানোর পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণত কর্পোরেট সংস্থায় দেখা যায় কর্মচারীদের কার দক্ষতা কতটা সেটা বিচার করা হয়। সবটাই নির্ভর করে পারফরম্যান্সের উপর। এবার তৃণমূলেও অনেকটা সেই

### ঘুম উড়ল অনেকের

অন্দরে প্রবল জলযোগা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত অভিযোজকের সেই পরামর্শ কাজে লাগেনি। ফের লোকসভা ভোটে টিকিট পেয়েছিলেন সৌগত রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে তৃণমূলের যে নয়া নীতি তাতে দলের প্রবীণ নেতৃত্ব তাঁরা কতখানি পারফরম্যান্স দেখাতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। সেক্ষেত্রে এবার কি তাঁদের হেঁটে ফেলা হবে? তবে অন্দরের খবর, এবার দলের অন্দরে নেতৃত্বের পদে একাধিক রদবদল হতে পারে। উত্তরবঙ্গে একাধিক



নেতৃত্ব তাঁরা কতখানি পারফরম্যান্স দেখাতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। সেক্ষেত্রে এবার কি তাঁদের হেঁটে ফেলা হবে? তবে অন্দরের খবর, এবার দলের অন্দরে নেতৃত্বের পদে একাধিক রদবদল হতে পারে। উত্তরবঙ্গে একাধিক

নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেক্ষেত্রে এবার সেরে যেতে হতে পারে তাঁদের। ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটা তার আগে দলের অন্দরে বিরাট রদবদলের সম্ভাবনা। লোকসভা ভোটে কে কতটা যোগ্যতা দেখাতে পেরেছে তার একটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এবার সেই পরীক্ষার ভিত্তিতে যে মূল্যায়ণপত্র তৈরি হয়েছে তার ভিত্তিতে সরাসরি হতে পারে অদক্ষ নেতৃত্বকে। কিন্তু এখানে আরও একটা প্রশ্ন রয়েছে। দলের অন্দরে অন্তর্ভুক্ত করেও যারা নেতৃত্বকে টানা তোষামোদ করে গিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবে তৃণমূল?

## ১০ টাকায় আলু বিক্রি করলেন শুভেন্দুরা! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিধানসভায় ওয়াকআউট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিধানসভায় ওয়াকআউট করার পাশাপাশি অভিনব বিক্ষোভও দেখাল পদ্মশিবির। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে এদিন বিধানসভার সামনে প্রতীকী সজ্জি বিক্রি করেন বিজেপি বিধায়করা। তাঁদের দাবি, ৪০ টাকার আলু এদিন ১০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। বাজারে সজ্জির লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে স্ত্রুত্রবার বিধানসভায় মূলতবি প্রস্তাব পেশ করে বিজেপি। মূলতবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় অধিবেশন কক্ষ ওয়াকআউট করে বিজেপি। গলয় সবজির প্র্যাকার্ড নিয়ে বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি অভিনব কার্যদায় ১ থেকে ১০ এর ঘরের নামতা পড়তে শোনা য়ল। বিরোধী দলনেতাকে শুভেন্দু বলেন, “২০ একে পাউচ, ২০ দু’গুণে আলু, তিন ২০ টমোটে, পাচ ২০ কাপাসিকম, সাত ২০ বসুন, আট ২০ আদা, নয় ২০ মটরশুটি, ২০ দশে মুরগি।” একই সঙ্গে বিজেপি বিধায়করা স্লোগান তোলেন, এতলম্ব খাব কী, মমতা যাবে কি! বিধানসভার গেটের সামনে সজ্জিও বিক্রি করতে দেখা যায় পদ্মশিবিরের বিধায়কদের। তারা জানান, বাজারে চেয়ে এদিন অনেক কম দামে তাঁর সজ্জি বিক্রি করেছেন। বাজারে যেখানে ৪০ টাকা কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে, সেখানে এদিন ১০ টাকা কেজিতে আলু বিক্রি করা হয়েছে।

শাসক শিবির অবশ্য বিজেপির এদিনের বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, “দাম বৃদ্ধির খবর জানামাত্রই মুখামন্ত্রী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এখন বাজারে সজ্জির দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। তবু প্রচারের জন্য বিরোধীরা নাটক করছে।” এ দিন অধিবেশন চলাকালীন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বলতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। এরপর শুভেন্দু অধিকারী



অধিবেশনে বলেন, “পুরানো টারিফে বিদ্যুৎ নিয়ে আসা যেক।” রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, “সিইএসসি স্ল্যাভটা ভেঙে দিয়েছে। বাজার মুখামন্ত্রী এক টাকাও বিদ্যুতের দামটা বাড়াতো দেননি।” পাশ্চা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “পুরোনো টারিফ চলে গেলে সুবিধা হত। আদানারা বলছেন, দাম বাড়ানো হয়নি, জানেন না।” শুভেন্দুর বক্তব্যের পর ময়দানে নাম রাজ্যের বিদ্যুত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। দাম বৃদ্ধি নিয়ে পাশ্চা

বিজেপি শাসিত রাজ্যে দাম বেড়েছে। আমাদের সরকার এক পয়সা দাম বাড়াননি।” তাকে আবার সঙ্গ দিয়ে শোভনদেব বলেন, “ইলেকশন ভেঙের সময় কোথায় ছিলেন? ওষুধের দাম যখন বাড়লেন তখন কোথায় ছিলেন?” এবারই ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়করা। অগ্নিত্রী পল অভিযোগ করেন, চমির দাম পাচ্ছেন না অথচ মানুষ বাজারে সজ্জি কিনতে পারছেন না। কাণথ, মায়ে ফড়েরা দালালি করছে। এই কারণেই ফসলের দাম বৃদ্ধি।

## কেরলের মৃত্যুকূপ থেকে জীবিত উদ্ধার ৪০ দিনের শিশু, মৃতের সংখ্যা ৩৩৩, এখনও নিখোঁজ ২৮১

গুয়ানড, ২ আগস্ট: কেরলের গুয়ানড জেলার চুরালমালা এবং মুন্ডাকাইয়ে ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৩৩। স্ত্রুত্রবার বিকেল পর্যন্ত ২৮১ জনের এখনও খোঁজ নেই। প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার মধ্যেই এদিন বৃষ্টি ও ধসের কারণে ধুমুহামুখে যাওয়া চুরালমালায় ৪০ দিনের শিশু আনার এবং তার ৬ বছরের দাদা মহম্মদ হায়ানকে উদ্ধার করা হয়। পোটাম্মালের এই পরিবারের বাডি-ঘরদোর সব ভেসে গিয়েছে। তাদের পরিবারের মা তানজিয়া, ঠাকুমা আমিনা এবং ঠাকুমার মা পাথুম্মাসহ ৬ জন জলের তেড়ে ভেসে গিয়েছিলেন। কিন্তু, অশ্রুচরিত্রকভায়ে এই দুই শিশুকে কেড়ে নিতে পারেনি

প্রকৃতির কবাল প্রাস। তানজিয়া দুধের শিশু মেয়েকে বাঁচানোর তর্গিদে তাকে জড়িয়ে ধরে একটি ছাদের অংশকে চেপে ধরে ঝুলতে থাকেন। কিন্তু, জলের চাপে একসময় কোল থেকে পড়ে গেলেও বাচ্চার হাত চেপে ধরতে সক্ষম হন তানজিয়া। তাতে বাচ্চাটির হাত জখম হলেও আপাতত সে সুস্থ আছে। অন্যদিকে, হায়ান জলের বেগে প্রায় ১০০ মিটার দূরে ঝিটকে চলে যায়। তাকে একটি কুরোর দড়ির সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে চুরালমালা পাহাড়ের খাঁজ থেকে একটি আদিবাসী বনবাসী পরিবারকে উদ্ধার করেছে বন দফতর। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বনকর্তারা দূরদূরান্তে জায়গা থেকে চার শিশুসহ একটি



পরিবারকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন কর্তারা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উদ্ধারকাজ বন্ধ রাখা হলেও এদিন সকাল থেকে ফের ত্রাণ ও উদ্ধারে নামে সেনাবাহিনী। মুন্ডাকাইয়ে বাহিনীর থার্মাল স্ক্যানার মাটির নিচে

জায়গায় পুঁতে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আগামী ৪ আগস্ট পর্যন্ত চার জেলায় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আজ, স্ত্রুত্রবার কালার নাচ থেকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধারকাজ করা হয়েছে। হায়ানকে উদ্ধার করা হয়েছে। মুন্ডাকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। ড্রোন র‍্যাজারও ব্যবহার করা হচ্ছে নির্খোঁজদের খোঁজে। প্রশাসন সূত্রে খবর, গুয়ানডে ভূমিকম্প এখনও পর্যন্ত ৩০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০০-রও বেশি মানুষ। এখনও খোঁজ মিলছে না ২০০-রও বেশি বাসিন্দার। মনে করা হচ্ছে, তেড়ে চাপ বাড়ি-ঘর ও কাদামাটির নিচেই চাপা পড়ে রয়েছেন তারা। বৃহস্পতিবার থেকেই ক্ষিফার ডগ

জীবিতের সন্ধান পাচ্ছে। ওখানে স্থানীয় একটি সেকানের কাছে স্ক্যানারের সিগন্যাল মিলেছে। মাটির তলায় মানুষ অথবা গবাদি পশুর অস্তিত্ব থাকতে পারে। এদিন ৭৫টি বেওয়ারিশ দেহ একটি সরকারি

জায়গা থেকেই প্রেরণার বলে খবর। বিদেশ ও মুকুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর তথ্য ইডির হাতে উঠে এসেছে বলে খবর। নকল চাল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু ২০২৪ সালের ৬ জানুয়ারি প্রেরণার হন বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর

## বন্ধুদের চাষি সাজিয়ে সরকারের টাকা ‘হাতাত’ দুই ভাই!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট: রেশন দুদীতি মামলার জোড়া প্রেফতারি ইডির। আনিসুর রহমান ওরফে বিশেষ ও আলিফ নূর রহমান ওরফে মুকুলকে প্রেফতারি করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিদেশ দেগদার তৃণমূল রুক সভাপতি মুকুল বিদেশেরই ভাই। কীভাবে তারা রেশন দুদীতিতে জড়িয়ে, তার তদন্ত নেমে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য সামনে আসছে। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগদা রুকের বেডাচাপায় পিজি হাই টেক রাইস মিলে হানা দেয় ইডি। এরপরই মুকুল ও বিদেশের নাম উঠে আসে। বৃহস্পতিবার দুই ভাইকে সল্টলেক সিঁজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছিল। গতকাল রাতেই দু’জনের প্রেফতারি করা হয়। বন্ডানে একাধিক অসঙ্গতির জন্য এই প্রেফতারি বলে খবর। সূত্রের খবর, মুকুল, বিদেশের রাইস মিল সম্পর্কে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। যা যথেষ্ট ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের বলেই খবর। একইসঙ্গে তাদের যে সম্পত্তি তারও উৎস সম্পর্কে যথার্থ নথি দেখাতে পারেনি বলে খবর। সেই

জায়গা থেকেই প্রেফতারি বলে খবর। বিদেশ ও মুকুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর তথ্য ইডির হাতে উঠে এসেছে বলে খবর। নকল চাল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু ২০২৪ সালের ৬ জানুয়ারি প্রেফতারি হন বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু ২০২৪ সালের ৬ জানুয়ারি প্রেফতারি হন বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর

### বালুর লেখা চিঠি পড়ে ফেলল ইডি



বানানোর মেশিনের তথ্য এসেছে ইডির অধিকারিকদের হাতে। এমনও তথ্য উঠে আসছে ইডি সূত্রে, চিন থেকে চাল তৈরির মেশিন নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, রেশন দুদীতি মামলায় গৃহেতে তালিকা বাড়ছে। ২০২৩ সালে প্রেফতারি হন চাল ব্যবসারী বাকিরুর রহমান। ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেফতারি হন

এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশে আশঙ্কা ভুয়ো কৃষকদের নামে পয়তাল্লিশ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ বালু ঘনিষ্ঠ এই দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে। ইডি সূত্রে খবর, সেই টাকা ঘুর পথে যায় জ্যোতিপ্রিয় তিন সংস্থার অ্যাকাউন্টে। এসএসকেএম-এ বসে লেখা বালুর চিঠিতে এই দুই ভাইয়ের কথা উল্লেখ। ইডি সূত্রে খবর, রেশনের চালের ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। অভিযোগ, আনিসুর রহমান নিজের পরিবারের সদস্যদের নিকট বন্ধুদের চাষি দেখিয়ে পয়তাল্লিশ কোটি টাকা আত্মসাত করেছেন। ধান কেনার ভুয়ো নথি তৈরি করত। এরপর সেই নথি সরকারের কাছে সেই টাকা গিয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তিনটি সংস্থায়। এই বিষয়বর্ক তথ্য ইতিমধ্যেই হাতে পেয়েছেন ইডি গোয়েন্দারা। এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু টাকার সন্ধান তাঁরা পানেন। এখনও পর্যন্ত চারটি মিসের শোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারী অধিকারিকরা। তার মধ্যে তিনটি রাইসমিলা দুটিতে আটা উৎপাদন করা হত।

## কেন ভরাডুবি ভোটে? পার্টি চিঠিতে একগুচ্ছ ‘ভুল’ স্বীকার সিপিএমের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট: পরাজয়ের ফাঁড়া যেন কিছুতেই কাটছে না। বিধানসভা, পঞ্চায়েতের পর সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটেও নৌকা ভুঝেছে বামেদের। কিন্তু, ভোটের আগে জোরদার প্রচার, সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যাম্পেইন, কিছুই তো বাকি ছিল না। মার্চে নামানো হয়েছিল একাধিক হেভিওয়েট মুখকে। বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তরুণদের কাঁধে। কিন্তু, তারপরেও বাংলায় স্লোবোর্ড সেই শূন্য। এবার শূন্য থেকে শিক্ষা নিয়েই ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে বামেরা। একইসঙ্গে চল হারের ময়নাতদন্তও। সম্প্রতি পার্টি চিঠিতে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তিও করতে দেখা গিয়েছে সিপিএমকে। লক্ষ্মীর ভান্ডারকে কটাক্ষ দলের বিরুদ্ধে গিয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডারকে ভোল বা উৎকোচ বলে কটাক্ষ কটাক্ষ দলীয় কর্মীদের



একাংশেরা যা গরিব মানুষ থেকে দলকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বলে মনে করছেন দলের শীর্ষ নেতারা। লোকসভা নির্বাচনের পরে প্রাথমিক পর্যালোচনা শেষে সামনে এসেছে সেই পার্টি চিঠি। মূলত রাজ্য কর্মিট ও সেন্ট্রাল কর্মিট মেম্বারদের দায়িত্ব ভিত্তিতে এই চিঠি তৈরি বলেও তাঁতে অনেক সময়ই নিচুতলার মতামতকেও মান্যতা দেওয়া হয়। এত প্রচারের পরেও কেন মানুষের মন

জিততে পারছে না সিপিএম? আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ আর তাঁদের ভোট দেওয়ার প্রবণতায় মিল থাকছে না বলে মনে করছে সিপিএম। পার্টি চিঠিতে সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে তরুণ যুবকদের কাছে টানতে যে দলের তরফে খামতি রয়েছে তাও স্বীকার করা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘অনেক আসনে আমাদের শ্রেণি ও গণ সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যাগ্রাণ্ড ভোটের চেয়ে কম। স্থানীয় স্তরে শ্রেণী আর জনগণের ইস্যুতে আমাদের বিকাশে তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। গণনা কেন্দ্রে কর্মীরা যাননি। তৃণমূল স্তরে সক্রিয় পার্টি ইউনিটের অভাব রয়েছে।’ যান্ত্রিক প্রচারে লক্ষ্মীর কথাও মাঝে সিপিএম। পার্টি চিঠিতেই বলা হচ্ছে, বিরোধীরা পেশাদার সংগঠনকে নিয়োগ করেছে। সিপিআইএম পারেনি।

### সিপিআইএম বাইনারি ভান্ডতে পারেনি। উল্টে ইন্ডিয়া

একাংশেরা যা গরিব মানুষ থেকে দলকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বলে মনে করছেন দলের শীর্ষ নেতারা। লোকসভা নির্বাচনের পরে প্রাথমিক পর্যালোচনা শেষে সামনে এসেছে সেই পার্টি চিঠি। মূলত রাজ্য কর্মিট ও সেন্ট্রাল কর্মিট মেম্বারদের দায়িত্ব ভিত্তিতে এই চিঠি তৈরি বলেও তাঁতে অনেক সময়ই নিচুতলার মতামতকেও মান্যতা দেওয়া হয়। এত প্রচারের পরেও কেন মানুষের মন

## নিট ইউজি ২০২৪ বাতিলের প্রয়োজন নেই, পরিকল্পিত প্রশ্নফাঁস হয়নি, এনটিএকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট: নিট ইউজি ২০২৪ পরীক্ষা সামগ্রিকভাবে বাতিলের প্রয়োজন নেই। প্রশ্নফাঁস গোটা দেশজুড়ে হয়নি, কিছু আঞ্চলিক ভিত্তিতে হয়েছে। পরীক্ষার শুদ্ধতা নিয়ে কোনও বিধি লঙ্ঘন হয়নি। পরিকল্পিতভাবে প্রশ্নফাঁস হয়েছে বলে মনে করেন না শীর্ষ আদালত। তবে ডাক্তারি পড়ার সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস বিতর্ক নিয়ে রয়েছে। নিয়ামক সংস্থা এনটিএকে ভর্ৎসনা করে। সর্বোচ্চ আদালত এদিনের রায়ে বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি উভয়েই ভবিষ্যতে আর যাতে নিট পরীক্ষা নিয়ে এমন অভিযোগ না ওঠে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করার বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচৌ এবং বিচারপতি জেবি পারদীওয়াল ও মনেজ মিশ্রের বেঞ্চ এদিন এই রায় দিয়েছে। বেঞ্চ বলেছে, প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের স্ট্রিক্চরমের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা এবং প্রেস মার্কস

দেওয়া নিয়ে কোনও বাহানা দেখানো যাবে না। এবারে যা ঘটেছে তা নিয়ে এনটিএকে দায় এড়ালে চলবে না। ভর্ৎসনার সুরে একথা জানিয়ে বেঞ্চ বলে, তারা ঠিকমতো কাজ করেনি এটা বোঝা গিয়েছে। স্ট্রিক্চরমের পিছনের দরজা খোলা থাকা কিংবা প্রেস মার্কস দেওয়া, যার ফলে ৪৪ নম্বর বাড়তি পেয়ে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৭২০ নম্বর পেয়ে যাওয়া সমস্ত বিষয় আছে। এনটিএ-র কর্মিটকে এগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং এইসব ত্রুটি সংশোধন করা জরুরি, রায়ে বলেছে সর্বোচ্চ আদালত। যদিও সুপ্রিম কোর্ট মনে করে, পরিকল্পিত বা ব্যবস্থাগত কোনও গোপনীয়তা ফাঁস হয়নি। হাজারিগঞ্জ এবং পান্ডিা ছাড়া দেশের আর কোনও জায়গা থেকে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ প্রমাণিত নয় বলে এবছরের গোটা প্রবেশিকা পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে আদালত।

## স্বাস্থ্য বিমায় জিএসটি নিয়ে সরব মমতা, আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট: জীবন ও স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামের উপরে জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এবার সংসদ থেকেও ওয়াকআউট করল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরীই প্রথম দাবি জানিয়েছিলেন জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমার উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে এই মর্মে চিঠিও দিয়েছেন তিনি। এরপরই একই দাবি জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি এজ হ্যাভেলে পোস্ট করে লেখেন, “ভারত সরকারের কাছে আমাদের দাবি, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যাহারের ভিত্তিতে জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম থেকে



জিএসটি প্রত্যাহার করা। সরকার জনবিরোধী জিএসটি প্রত্যাহার না করলে আমরা রাজপথে নামতে বাধ্য হব।’ এ দিন একই দাবি জানিয়ে লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুবা মৈত্র, জুন মালিয়া প্রমুখ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “জীবন বিমা ও ওষুধের উপরে ১৮ শতাংশ জিএসটি প্রত্যাহার করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি দেশের কাছে তুলে ধরেছেন। আমরা দাবি জানিয়েছি, অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারামনকে সংসদে আসতে হবে। আজ দু’বার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ওরফে নামতে হয়েছে। আমাদের দল সম্প্রতি, জীবনবিমার প্রিমিয়াম ও ওষুধের উপরে জিএসটি প্রত্যাহার নিয়ে আশ্বাস দিতে হবে এবং ক্রত এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।’ এদিকে, তৃণমূলের এই দাবিকে কটাক্ষ করে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, “নিজের চরকাটা তেল দিক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। জিএসটি নিয়ে সরকার ভাবছে, অবশ্যই কিছু করবে। কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালগুলি যে লুটছে, তা নিজে রাজা সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই।”



## আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নববারাকপুর, ২ আগস্ট : শুক্রবার সকালে প্রখ্যাত রসায়নবিদ, শিক্ষক দার্শনিক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১৬৩ তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল নববারাকপুর সাজিরহাট সোদপুর রোডে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ এবং পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডে নববারাকপুর প্রফুল্ল চন্দ্র মহাবিদ্যালয়। সোদপুর রোডে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধার্থ জানান কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সৈয়দ রফি আহমেদ, অধ্যাপিকা সর্বাণী ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন অধ্যাপক ও কর্মীবৃন্দ। অন্যদিকে নববারাকপুর প্রফুল্ল চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে মনীষির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড.সুনিল কুমার বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. সনজিৎ পাল, ড. অপর্ণা মন্ডল, ড. দিয়ালি চট্টরাজ, অধ্যাপিকা মুকুলিকা রায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত বড়বাড় বরুণ কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির সম্পাদক সুনীল কুমার বিশ্বাস জানান প্রতি বছরের মতো এবছর ও রসায়নবিদ ও বেঙ্গল কেমিক্যালস এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিনে মহাবিদ্যালয়ে তার মর্মর মূর্তিতে মালা ও ফুল শ্রদ্ধা জানাতে পেরে নিজেরা গৌরবাষিত হলাম।

## রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্টঃ ঘূর্ণাবর্তের কারণে আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকায় সাধারণের নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার জেলাশাসকদের সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। জমা জল সরাতে পাম্প ব্যবহার করার পাশাপাশি মেঘেও যেন বিদ্যুতের তার জলের মধ্যে পড়ে না থাকে তার প্রতি নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। দুর্বল নদী বাঁধের উপরেও নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রাখার পাশাপাশি বিপদজনক এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

## হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের দেবীপুর এলাকায় আপ লাইনের ধারে ধস

হাওড়া, ২ আগস্টঃ হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের চুঁচড়া ও চন্দননগরের মধ্যে দেবীপুর এলাকায় আপ লাইনের ধারে ভয়াবহ ধস। একটি বৃষ্টির জেরেই এই ধস বলে প্রাথমিক অনুমান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের। সকালে এলাকার এক ব্যক্তির কাছ থেকে খবর পাওয়ার পরই আপ হল এক্সপ্রেস কিছুক্ষণের জন্য চন্দননগর স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর। কিছুক্ষণ পর অবশ্যই ধীরগতিতে ওই এলাকা পেরিয়ে গন্তব্যের দিকে যাত্রা করে হল এক্সপ্রেস। বৃষ্টির মতোই রেলের ইঞ্জিনিয়াররা এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কি করা যায় তা নিয়ে তদারকি শুরু করেছেন। আপাতত আপের গাড়ি ওই এলাকা থেকে ধীরগতিতে পাস করানো হচ্ছে। বিগত কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। এ হেন পরিস্থিতিতে প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুট এলাকা জুড়ে পাশে পুকুরের দিকে বেশ কয়েকটি স্লিপার সহ মাটি ধসে পড়ায় স্থানীয়রা চিন্তিত। তারা চান অবিলম্বে ধস মোরামত করা হোক। ধসের অংশে থাকা ফলন পোঁপে গাছ সহ কবুনের একটি বড় অংশ পুকুরে তলিয়ে গিয়েছে। ঘটনার রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের পাশাপাশি রয়েছেন আরপিএফ কর্মীরাও।

## হাওড়া ডিভিশনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক বাতিল

বর্ধমান, ২আগস্টঃ হাওড়া কর্তৃ সেকশনের চেরাগ্রাম ব্লক হাট স্টেশন সীমানার মধ্যে রিভার্স লাইনে ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ০২-০৩-০৮-২০২৪ (শুক্রশনিবার) তারিখের পূর্ব পরিকল্পিত ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক বাতিল করা হয়েছে। সূত্রবাং, পূর্ব প্রেস রিলিজ নম্বর ২০২৪-০৮-০৯ এর মাধ্যমে জানানো ট্রেন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। সেই অনুযায়ী, কাজের জন্য বাতিলগতিপথের পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত ট্রেনগুলি নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলবে।

## ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে বেনিয়মের অভিযোগ, জরুরী বৈঠক বিধায়কের

ক্যানিং, ২ আগস্ট ঃ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাসপাতাল। শুধু ক্যানিং মহকুমা নয় প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের অন্যতম ভরসা এই হাসপাতাল। বার্কইপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যেমন এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন, তেমনি সন্দেহখালি, হিঙ্গলপঞ্জের বেশেকিছু মানুষও এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। অত্য় এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা রোগীদের নানা ধরনের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। দিনের পর দিন অভিযোগের পাহাড় জমেছে। আর এইসব সমস্যায় সমাধান করতে উদ্যোগ নিরেছে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। শুক্রবার দুপুরে ক্যানিং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার সহ অন্যান্য চিকিৎসক, নার্সদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এদিনের বৈঠকে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ও রোগোত্তর বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস, ব্লকের বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। এদিনের বৈঠকে একের পর এক হাসপাতালের বিরুদ্ধে গঠা অভিযোগ তুলে ধরেন বিধায়ক। চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে চিকিৎসক, নার্সদের অনেকের দুর্ব্যবহার করেন, হাসপাতাল থেকে অনেক জীবনদায়ী ওষুধ মিলছে না সব সময়। পাশাপাশি রক্ত পরীক্ষার জন্যও বাইরের ল্যাবগুলির উপর রোগীদের ভরসা কেন করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন বিধায়ক। এছাড়াও এতবড় একটি মহকুমা হাসপাতালে রাতে কোনও সুপার বা সহকারি সুপার কেউই থাকেন না। রাতে রোগীরা চিকিৎসা করাতে এলে সবথেকে বেশি হয়রানির শিকার হতে হয় বলেও অভিযোগ করেন বিধায়ক। এই সব অভিযোগের পাশাপাশি হাসপাতালে বেশ কয়েকটি জরুরী পরিষেবা রুত চালু করতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি। যেমন ইসজি, গুরুত্বপূর্ণ রুত পরীক্ষাগুলি যাতে ২৪ ঘণ্টা হয়, হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিট রুত চালু করা সহ অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবাগুলি যাতে রোগীরা রুত পায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া হাসপাতালের নানা ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হয়। পরেশ বলেন, ‘‘ এই হাসপাতালের উপর ক্যানিং মহকুমা ছাড়াও অশপাশের ব্লকের কয়েক লক্ষ মানুষ নির্ভর করে। দিনের পর দিন হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে নানা অভিযোগ জমা পড়ছিল, সেই কারণে আজ বেশ কিছু সমস্যা তুলে ধরে রুত সমাধানের নির্দেশ দিয়েছি।

# সরকারি উদ্যোগে সুন্দরবনের হস্তশিল্পীদের পরিচয় পত্র প্রদান ও প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল বাসন্তীর কুলতলিতে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২ আগস্টঃ পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের হস্ত শিল্পী দের পরিচয় পত্র, প্রশিক্ষণ ও মার্কেটিং এ ব্যবস্থা করে দিতে এবার এগিয়ে এলো কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র-মন্ত্রকের অধীনস্থ ডেভলপমেন্ট কমিশন হ্যান্ডি ক্রাফটের পূর্বাঞ্চলের বরিশ্ত আধিকারিক সঞ্জীব কুমার। সুন্দরবন বিশ্বের ঐতিহ্যমন্ডিত স্থান,পৃথিবীর সেরা বাদ্যবান। কম বেশি ৫০ লক্ষ মানুষের বাসভূমি। এখানকার মানুষের একমাত্র জীবিকা মান চাষ, তাঁর পাশাপাশিএকাংশের মানুষ মাছ চাষ ও হস্ত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করার আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ সমগ্র সুন্দরবনে কোথাও শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠেনি,বিরল কর্মসংস্থান নেই। গ্রামের বাসিন্দা জরি শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের রুটি



রুজির পথ বেছে নিয়েছে। কারণ আজ সুন্দরবনের বহু গ্রামে পুরুষদের কোনো কাজ নেই। কাজের সন্ধানে বহু পুরুষ ভিন্ন রাজ্যে পরিয়ায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে। তাই সংসার চালাতে এক প্রকার বাধ্য হয়ে মহিলারা একদিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাজারের মিন ধরা, অন্য দিকে জরি শিল্পে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত

# বাড়ির সামনে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর মৃত্যু

## সালকিয়ায় ভৈরব ঘটক লেনে শোকের ছায়া

সুমন আদক, হাওড়া, ২ আগস্টঃ বাড়ির সামনে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্নাতকোত্তর সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। রাতে পাশের পাড়ায় বন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায়। বাবার চোখের সামনেই মৃত্যু হয় ২২ বছরের মেয়ের। বাড়ির সামনেই জমা জলে ঘটনাটি ঘটে। বাবা তারক দাস পেশায় ইলেকট্রিক সরঞ্জামের ব্যবসায়ী। ঘটনার সময় তিনি দোকানেই ছিলেন। মেয়ের দুর্ঘটনার খবর শুনে তিনি নিজেও ছুটে আসেন। তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তিনি প্রাণে রক্ষা পেলেও মেয়েকে বাঁচানো যায়নি। গোলাবাড়ির বেসরকারি হাসপাতালে পৌরবিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এলাকায় নির্মীয়মান বাড়ির বিদ্যুতের তার থেকেই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ। হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া



ধানার ভৈরব ঘটক লেনের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে বোনকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন পৌরবি। ঘটনাটি যেখানে ঘটে তার উল্টোদিকেই বাবার বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের দোকান রয়েছে। মেয়েকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে দেখে বাঁচাতে এসে বাবা তারক দাসও জমা জলে ছিটকে পড়েন এরপর বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তরুণীর মৃত্যু হয়। মৃতার বাবা তারক দাস আরও বৈদ্যুতিক

তার বিপজ্জনকভাবে ঝুলছিল। তা থেকেই ওই ঘটনা ঘটে। এদিন খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। মৃত ছাত্রীর আত্মীয় সুনীতি দাস বলেন, ভৈরব ঘটক লেনে আমার বাড়িয়ারে বাড়ি। তাঁর বাড়ির উল্টোদিকে একটি বিল্ডিং তৈরি করেছে। প্রোমোটার বিল্ডিং তৈরির সময় বিদ্যুতের তার খুলে রেখেছে। যার পরিণতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রীর মৃত্যু হল। এর দায় কে নেবে। এই ব্যাপারে অভিযোগ করা হবে। মৃতার বাবা তারক দাস আরও বলেন, আমার ওখানে ইলেক্ট্রিকের

# সুন্দরবনের ৮৭ টি বাঘ ধরে পুরস্কৃত হলেন কুলতলির ৬০ বছরের বন কর্মী আমিরচাঁদ



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২ আগস্টঃ সুন্দরবনের বাঘ ধরে পুরস্কৃত হলেন বনকর্মী আমিরচাঁদ।কর্ম জীবনে ৮৭টা সুন্দরবনের বাঘ ধরেছেন তিনি। আর সেই ৬০ বছরের আমিরচাঁদকে এবার সম্মানিত করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বনদফতরা ২৬ ফুট রেঞ্জরগাছে উঠে পড়া সুন্দরবনের রাজাকে কাবু করে যখন ধরে ছিলেন। তেমনই তাল গাছ থেকেও বাঘকে নামিয়েছিলেন।সুন্দরবনের যে কোনও গ্রামে বাঘ ঢুকপড়লেই ডাক পড়তো কুলতলির আমির চাঁদের। বন দফতরের কর্মীরা তাঁকে ডাকেন ছোটবাঁ বুকে। এই ছোট বাবু ওরফে আমিরচাঁদের বয়স ৬০ বছর। কিন্তু এই বয়স তাঁর কাছে কোনও বাধা নয়। সদ্য কাজ থেকে পদোন্নতি হয় আমিরচাঁদের। শুধু বাঘ ধরা নয় সুন্দরবনের নদীতে জলদস্যু আক্রমণও ঠেকিয়ে ছিলেন তিনি। এই জলদস্যুদের কবল থেকে গ্রামবাসী দের রক্ষা করার জন্য প্রাক্তন বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মন ও পুরস্কৃত করেন আমিরচাঁদকে। বাঘকে বন্দুক দিয়ে ঘুম পাড়ানো কাজে প্রশিক্ষন ছিল তাঁর। এই দক্ষ বনকর্মীর তুয়সী প্রশংসা করেন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগীয় আধিকারিকরা। বন আধিকারিকদের মতে, আমির বাবুর কাজ থেকে অনার্য ও অনুপ্রাণিত হয়।আর আমিরচাঁদ বলেন,ধনচি ক্যাম্পে বোট থেকে রক্ষীদের বন্দুক ছিনতাই করেছিল জলদস্যুরা। সেই জলদস্যুকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম আমি। আর বাঘ ধরার অভিওক্তা ডয়াবহাককেয় বছর আগে কুলতলির চুপড়িবাড়া এলাকায় সাতদিন ধরে বাঘের আতঙ্ক নেমেছিল। খাঁচা পেতেও ধরা পড়ছিল না। এরপর সেই বাঘকে ধরে ফেলি অনেক চেষ্টার পর। মৈপীটে ৬ দিন পর বাঘ ধরা পড়েছিল। তবে পরিস্থিতির চাপে নেটের মধ্যে ঢুকতে হয়েছিল আমাদেয়। বাঘ এক লাফ দিয়ে নেটে বাঁপালো। তবু ও ভয় না পেয়ে সেই বাঘকে কাবু করা গিয়েছিল। আমির চাঁদের কৃদায়,শক্তিশালী বাঘের আক্রমণে দুর্ঘা বাঘ লোকলোক চলে আসে। আর আমির চাঁদের এই সম্মানে খুশি সুন্দরবন বাসীরা।

## হাওড়ার শিবপুরের হোটেলে এবার মধুচক্রের হদিস, পুলিশের জালে ধৃত পাঁচ মহিলা সহ ১১

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ আগস্টঃ হাওড়ার শিবপুরের হোটেলে এবার মধুচক্রের হদিস। শরৎ চ্যাটার্জি রোডের ওই হোটেল থেকে পুলিশের জালে ধৃত পাঁচ মহিলা সহ ১১ জন। ওই হোটেলে শুক্রবার দুপুরে হানা দেয় শিবপুর ধানার পুলিশ। হাতেনাতে ধরা পড়ে ১১ জন। কতদিন ধরে এই কারবার চলছিল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশের এসপি সেন্ট্রাল তথ্যগত পাণ্ডে জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শনিবার এদের হাওড়া কোর্টে তোলা হবে। স্থানী় বাসিন্দা নওশাদ আলি বলেন, আগে হোটেল খুলেছিল। তা দিন যাচ্ছে দেখছিলাম এখানে কম ধরা প্রদান, প্রশিক্ষণ, ও মার্কেটিং সংক্রান্ত বিশেষ শিবির হয়ে গেল। প্রবল বর্ষন উপেক্ষা



দাঁড়ায়। এর আগে প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে দুবার বন্ধ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে ব্যাপাতি জানানো হয়েছিল। নির্দিষ্ট জায়গায় চিটিও দেওয়া হয়েছিল। লকডাউনের সময় বন্ধ ছিল। লকডাউনের পর থেকে আবার চালু হলো।

এই ঘটনার সাথে কে যুক্ত আছে তার বলা সম্ভব নয়। আমরা চেয়েছি এটা বন্ধ হোক। প্রশাসন এসেছে। প্রশাসন কাজ করছে। প্রশাসনের কাছে দাবি এটা যেন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

করে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পীরা তাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট সহ উপস্থিত ছিলেন এখানে। এদিন এই শিবিরের উদ্বোধন করে হস্ত শিল্প উন্নয়ন পূর্বাঞ্চল অধিকর্তা সন্দীপ কুমার বলেন,যে সমস্ত হস্ত শিল্পীরা আবেদন করবে তাদের পরিচয় পত্র তুলে দেওয়া হবে। সাথে সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি ও মার্কেটিং এর ব্যবস্থা সহ একাধিক সুবিধা হস্ত শিল্পীরা গ্রহণ করতে পারবে। এদিন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির সভাপতি লোকমান মোল্লা, ডি সি হ্যান্ডি ক্রাফটের অধিকর্তা সুদর্শন দাস,সোসাইটির সম্পাদক অচি্ত দিত্তা সহ আরো অনেকে। এদিন উঃ ও দঃ ২৪ পরগনা জেলার ৫০০ জন শিল্পীর হাতে পরিচয় পত্র তুলে দেওয়া হয়।

করে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পীরা তাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট সহ উপস্থিত ছিলেন এখানে। এদিন এই শিবিরের উদ্বোধন করে হস্ত শিল্প উন্নয়ন পূর্বাঞ্চল অধিকর্তা সন্দীপ কুমার বলেন,যে সমস্ত হস্ত শিল্পীরা আবেদন করবে তাদের পরিচয় পত্র তুলে দেওয়া হবে। সাথে সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি ও মার্কেটিং এর ব্যবস্থা সহ একাধিক সুবিধা হস্ত শিল্পীরা গ্রহণ করতে পারবে। এদিন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির সভাপতি লোকমান মোল্লা, ডি সি হ্যান্ডি ক্রাফটের অধিকর্তা সুদর্শন দাস,সোসাইটির সম্পাদক অচি্ত দিত্তা সহ আরো অনেকে। এদিন উঃ ও দঃ ২৪ পরগনা জেলার ৫০০ জন শিল্পীর হাতে পরিচয় পত্র তুলে দেওয়া হয়।

## ওঝার কাছে গিয়ে মৃত্যু হলো সুন্দরবনে সাপে কাটা এক মহিলার

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২ আগস্টঃ কুসংস্কারের বলি, ওঝার কাছে গিয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার সুন্দরবনে। কুসংস্কারে বশীভূত হয়ে সাপে কামড়ে এবার মৃত্যু হলো সুন্দরবনের এক মহিলার। মৃতার নাম সইদা শেখ (৬৪)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জে। এদিন দুপুরে পুকুরে স্নান করতে গেলে সাপে কামড়ায় সইদাকে। স্নান সেরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টা জানায় সে। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে না এনে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখানে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঝাড়ফুক করেও কোন লাভ হয়নি। গাছ, গাছালি বেটে রস খাইয়েও সইদার শরীরকে উন্নতি তো হয়নি বরং অবস্থা খারাপ হতে থাকে তাঁর। এরপর পরিস্থিতি রোগতিক বুঝে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন ঐ ওঝা। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে আসার পথেই মৃত্যু হয় সইদার। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সন্ধ্যায় নিয়ে গেলেচিকিৎসকেরা তাঁকে বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।আর সচেতনতার অভাবে কুংস্কারের বলি হতো ঐ মহিলাকে। শুক্রবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## মুখ দিয়ে ছবি একে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুললো এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২ আগস্টঃ ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুললো সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার এক যুবক। কথায় আছে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, আর সেই ইচ্ছে শক্তি দিয়ে কত কিছুই না করা যায়, এবার সেই ইচ্ছে শক্তি এনে দিল জীবনের বড় সাফল্য। হাত নয়, মুখ দিয়ে তুলি ধরে ফুটিয়ে তুলেছেন বিবেকানন্দের মূর্তি। সময় ১ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড। স্বল্প সময়ের ছবি একে নাম তুলেছেন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে এক যুবক। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা পাথর প্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উচ্চ মাধ্যমিক পাস সমর মন্ডল। ইতিমধ্যে এলাকার সম্মান রক্ষা করেছে খুশি এলাকার মানুষ। উল্লেখ্য এই সমর প্রান্তিক কৃষিজীবী পরিবারের পরিবারের সন্তান, বাবার দিন মজুরির উপর নির্ভর করে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে, তবে সমরের ছোটবেলা থেকে ছিল ছবি আঁকা ও গান বাজনার প্রতি আকর্ষণ। বাবার লোকের বাড়িতে দিনমজুরি করা পয়সা থেকে ছবি আঁকার শিক্ষক দের পয়সা জুগিয়েছে। কোন কোন সময় পয়সা দিতে না পারলে ও শিক্ষকেরা সমরকে সাহায্য করেছে বলে সমরের উক্তি। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা, তবলা বাজানোর মহড়া চলতে থাকে, বাজনা এবং ছবি আঁকা দুটোতেই পারদর্শী হয়ে ওঠে সমর। শেষ পর্যন্ত মনের অদম্য ইচ্ছায় ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে সুন্দরবনের রামগঙ্গার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে দিল। বৃহস্পতিবার পোস্ট অফিস থেকে এসে পৌঁছায় ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড এর মেডেল এবং বিভিন্ন উপহার ও সার্টিফিকেট। খুশি এলাকার মানুষ, খুশির সমরের পরিবার।



দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২ আগস্টঃ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় কাপাস নিগমের (কটন কর্পোরেশন) পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানের প্রচলিত দুটো করে অনলাইন এ-অকশন করছে, একটি শুধুমাত্র কাপড়ের অলপ মালিকদের জন্য এবং অপরটি

সকল ধরনের ক্রেতাদের জন্য।এছাড়া ৬০ সেপ্টেম্বর-এর পরেও বিভিন্ন কটন মিল ও অন্যান্য ক্রেতাদের তুলোর প্রয়োজনীয়তা কটনোর জন্য ভারতীয় কটন কর্পোরেশন ডেলিভারি পিরিয়ড ৬০ দিন পর্যন্ত বাড়ানোর ব্যবস্থা করছে, যে নিয়মটি ১লা আগস্ট, ২০২৪

সকল ধরনের ক্রেতাদের জন্য।এছাড়া ৬০ সেপ্টেম্বর-এর পরেও বিভিন্ন কটন মিল ও অন্যান্য ক্রেতাদের তুলোর প্রয়োজনীয়তা কটনোর জন্য ভারতীয় কটন কর্পোরেশন ডেলিভারি পিরিয়ড ৬০ দিন পর্যন্ত বাড়ানোর ব্যবস্থা করছে, যে নিয়মটি ১লা আগস্ট, ২০২৪

থেকে চালু হয়েছে। বিশদ যোগাযোগ এবং শর্তাবলী জানার জন্য কটন কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে ভিজিট করার অনুরোধ করা হচ্ছে। ভারতীয় কাপাস নিগম সকল মিল মালিকদের এবছরের প্রয়োজন মতো তুলোর চাহিদা জানানোর আবেদন রাখছে ।

| COMFORT FINCAP LIMITED                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                        |                      |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| CIN: L59923WB1982PLC035441                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                        |                      |                        |                      |
| Registered Office:- 22, Block B, Camac Street, Behind Pantaloons, Kolkata, West Bengal - 700 016; Corporate Office:- 301, 3rd Floor, A-wing, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai - 400064; Phone No:- 022 - 6894 850 / 08 / 09, Fax: 022-2899 2527; Email: info@comfortfincap.com; Website: www.comfortfincap.com |                                                                                                                                       |                        |                      |                        |                      |
| EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                      |                        |                      |
| (Rs. in Lakhs, except EPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                        |                      |                        |                      |
| Sr. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Particulars                                                                                                                           | Quarter ended          |                      |                        | Year Ended           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 30.06.2024 (Unaudited) | 31.03.2024 (Audited) | 30.06.2023 (Unaudited) | 31.03.2024 (Audited) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Income                                                                                                                          | 401.58                 | 358.24               | 342.54                 | 1395.95              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items and/or Extraordinary items)                                      | 268.84                 | 129.99               | 205.22                 | 725.98               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional items and/or Extraordinary items)                                   | 268.84                 | 129.99               | 205.22                 | 725.98               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items and share of Profit/(Loss) of associates) | 192.49                 | 73.48                | 149.75                 | 514.63               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other comprehensive Income/Loss                                             | 192.49                 | 72.84                | 149.11                 | 512.07               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- each)                                                                                        | 1085.13                | 1085.13              | 1085.13                | 1085.13              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous accounting year)                        | 0                      | 0                    | 0                      | 4415.92              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Earnings Per Share (EPS) Face value of Rs. 2/- each) Basic & Diluted                                                                  | 0.35*                  | 0.14*                | 0.28*                  | 0.95                 |

\*Not Annualised  
Notes:  
1. The above unaudited financial results are reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 02, 2024.  
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results (standalone and consolidated) are available on the Company's website at www.comfortfincap.com and on the website of the Stock Exchange where the Company's shares are listed i.e. at www.bseindia.com.  
3. The Company is operating in a single segment.  
4. The extract of the unaudited standalone financial results for the quarter ended June 30, 2024 of Comfort Fincap Limited is as under:

| (Rs. in Lakhs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                        |                      |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Sr. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Particulars                  | Quarter ended          |                      |                        | Year Ended           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 30.06.2024 (Unaudited) | 31.03.2024 (Audited) | 30.06.2023 (Unaudited) | 31.03.2024 (Audited) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total Income                 | 401.58                 | 358.24               | 342.54                 | 1395.95              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Profit/(Loss) before tax     | 268.84                 | 129.99               | 205.22                 | 725.98               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Profit/(Loss) for the period | 192.49                 | 73.47                | 149.75                 | 514.62               |
| 5. To comply with the requirement of Ind AS 19 Employee Benefits company has changed its accounting policy with respect to Defined Benefit Plan in the nature of Gratuity and has obtained the Actuarial Valuation report from Actuary. In accordance with Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, the effect of the change has been given retrospectively in all the period presented. |                              |                        |                      |                        |                      |
| 6. The figures have been re-grouped/ re-arranged/ re-classified/ re-worked wherever necessary to make them comparable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                        |                      |                        |                      |
| For and on behalf of the Board of Directors of Comfort Fincap Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                        |                      |                        |                      |
| Sd/- Ankur Agrawal Director and Chairperson DIN:- 06408167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                        |                      |                        |                      |
| Place: Mumbai Date: August 02, 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                        |                      |                        |                      |

# আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

## দূরন্ত বাব্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪৪ সংখ্যা, শনিবার, ১৮ আ্রাব, ১৪৩১

## প্রাণে ব্রিটিশ মনে ভারতীয়

একবার এক বাংলা দৈনিকে বিখ্যাত বাঙালি মনীষীদের একটি নামের তালিকা প্রস্তুত করলেন নীরোদ সি চৌধুরী। আশ্চর্যের বিষয় বিদ্যাসাগর কে তালিকায় রাখলেন না। প্রবল বিতর্কের ঝড় উঠল নীরদচন্দ্র নিজের যুক্তি দিলেন,সেই যুক্তি মোটেও বাঙালি মান্যতা দেয়নি। একশোর বেশি বছর বেঁচেও নীরোদ সি চৌধুরী কোনওদিন বাঙালির আপনজন হতে পারেননি। নীরদ সি চৌধুরী আপাদমস্তক ব্রিটিশ ভক্ত। আর সেকারণেই নীরোদ সি চৌধুরীর জন্য ধ্যেয়ে এসেছে অনেক সমালোচনা। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ সমর্থক, ব্রিটিশভক্ত দালাল ইত্যাদি। সত্যিই তো তিনি ‘অটোবায়াগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান’এ ইংরেজদের প্রশস্তি করেছেন। সরকারি চাকরি থেকে একসময় বরখাস্ত হয়েছেন। বাঙালি সম্পর্কে ভয়ঙ্কর কথা লিখেছেন ‘বাঙালী থাকিব নাকি মানুষ হইব’। সমসাময়িক সমালোচকরা বলেন নীরদচন্দ্র অসম্ভব পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু ভয়ঙ্কর উন্নাসিক। নিজেকে সকলের থেকে আলাদা দেখানোর একটা বিচিত্র মানসিকতা তাঁকে সারাজীবন তাড়া করে বেরিয়েছে। সত্যি কী তাই? তাঁর বন্ধুরা কি বলছেন তার সম্বন্ধে? সাংবাদিক, সম্পাদক,পরিমল গোস্বামীর বক্তব্য নীরোদ সি চৌধুরীর মত খুঁতখুঁতে এবং পছন্দ অপছন্দের এমন প্রবণতা কারও মধ্যে তিনি দেখেন নি। মনে প্রাণে ইংরেজ ধর্মী। ইংরেজ জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে আদর্শ জেনে সব কিছু বিচার করতেন। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসী,জার্মান ভাষা খুব ভাল জানতেন। তিনি সত্যিই অনেকে জানতেন। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ইতিহাস, ভূগোলের সব তথ্য তাঁর জানা ছিল কেবল নয় সব বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা ও নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতেন দৃঢ় ভাবে। পরিমল গোস্বামীর মতে, নীরদবাবুর মত ‘স্পেশালালিষ্ট হন জেনারেল নলেজ ‘ কল্পনা করা শুধু ভারতে নয় দূঃসাধ্য ছিল বিদেশেও। সত্যি বলতে নীরদচন্দ্র যেমন বুঝেছেন, তেমন লিখেছেন। কী ব্রিটিশ কী ভারতীয়। ফলে দু’দেশেই যেমন তিনি পুরস্কার পেয়েছেন তেমন তাঁর কপালে তিরস্কার জুটেছে। একসময় কোনও স্থায়ী চাকরি করতেন না। এদিক ওদিক পত্র পত্রিকায় ছিটফোর্টি লিখে সামান্য উপার্জন। প্রায় সবটাই চলে যেত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেকর্ড আর বইপত্র কিনতে। সস্রারে টানাটানি। হাত পড়েছে স্ত্রীর গরনাতো ও। পরে কখনও আর্মি অ্যাকাউন্টস বিভাগে, কখনও বা শরৎচন্দ্র বসুর সচিব রূপে, আবার কখনও অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে যুদ্ধের ভাষ্যকারের চাকরি করেছেন। নীরদচন্দ্র খুব জাঁক করে বলতেন, এক বর্ষ ইংরেজিও আমি কোনও ইংরেজের কাছে শিখি নাই। যা শিখিয়াছি সবই থামরে পাঠশালার গুরুমশাইদের কাছ থেকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী ‘ প্রকাশের জন্য প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্যোগ ছিল নীরোদ সি চৌধুরীর। সজনীকান্ত দাস ঘোষণা করলেন ‘পথের পাঁচালী ‘তিনি প্রকাশ করবেন। কপিরাইট হিসেবে তখন বাংলা ইয়োর লেখকেরা পেতেন পঁচিশ –তিরিশ টাকা। রত্ন চিনতে সজনীকান্তের ভুল হয় নি। অনুভব করতে পেরেছিলেন নীরোদ সি চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অমর কৃতিত্ব স্থাপন করেছেন। ‘পথের পাঁচালী’র কপিরাইট হিসেবে বিভূতিভূষণকে দেওয়া হয় তিন শত টাকা।

## কলকাতার চৌরঙ্গী

চৌরঙ্গী বা ধর্মতলা র মূল আকর্ষণ ছিলো সিনেমা হল এখন সেই সিনেমা হলগুলোই ভ্যানিস, তাই চৌরঙ্গির বই গ্ল্যারীও শেষ, ধর্মতলা যেন নুন ছাড়া তরকারি। এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন বাঙালি এক পাত্তর হুইফি সেবন করে অথবা অনাড়ার মোগলাই পেয়ে সিনেমা দেখতে হলে ঢুকত র‍্যাকে টিকিট কেটে। আর যারা কয়েকদিন আগেই অ্যাবডান্স টিকিট কেটে র‍্যাক ত্যাগ চালে যেত সটান হলে। সিনেমা ভাঙার পর রেস্তোরা়য় খাওয়া দাওয়া, নিউ মার্কেটে শপিং করা, ফোরার সময় হাতে থাকতো গরম প্যাটিস, কেক। টুক করে ট্রাম ধরে সিনেমার সেই গল্প করতে করতে বাড়ি। এলিটসিজন্ম ও রোমান্টিসিজমের সেই আঁড়ুৎঘরটি ছিল ‘গ্লোব’ ... দুটি শব্দের চাবুক চালানো শিহরন ছিল যার শরীরে। লিভসে স্ট্রিটে ঢুকে ডান হাতে পর ছোট একটিলেবে গলি দিয়ে ঢুকে বাঁ হাতে ছিল কাউন্টার। ডান হাতে বার। দোতলায় কাচের দরজা ঠোলে আরও একটি বার। সেখানেই দরজা ঠেলে ভিতরে পুরু গালিচা পথ নিয়ে যেত গদি মোড়া সিটে ডিমার কোন অলঙ্কে অফ হত টেরই পেতাম না। অঙ্ককারের রক্তকথায় তখন থেগরি পেক, আস্থনি কুইন, ওমর শরিফ, মা কসম। সৈদিনের সেই গ্লোব আজকের মাল্টিপ্লেক্সগুলোকে বলে বলে গোল দিতে পারত। সেই রোমহর্ষক গ্লোবের সামনে মাল্টিপ্লেক্সগুলো যেন হঠাৎ দু’ পয়সা করে ফুটানি মারা ছিচকের দল, এখন সেখানে আরতি নামে একটি সংস্থা শপিং মল বানিয়েছে, যেখানে ব্র্যান্ডেড ন্যাকড়া বিক্রি হয় আর গ্লোব নামটিকে ছুঁয়ে রেখে একটি পুচকি হল বানাচ্ছে মোটা বড়জোর ভিডিয়ো পার্লারেরই বড়ভাই গোছে। ন্যাকড়া বিক্রি হয় টাইগারেরও। এখানে দেখেছিলাম কোনও সাহিত্যের দোকানও নেই। কলকাতায় কোনও নীল সমুদ্র নেই। তবুও তার একটি লাইটহাউস ছিল। তার দোতলায় পরম যত্নে রাখা ছিল একটি পিয়ানো। কোনও দিন একটি আঁচড়ও দিতে লাগেনি। এক মন সঙ্গ্রম নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকত হলিউড সিনেমাপোষার বাঙালি। হয়ত তাতে কখনও তুলন্যে আঙুলে রিনরিনে সুর তুলত কোনও রাজকন্যে। সেখানেই দেখেছিলাম, রাইডার হীন দ্য ব্রিগন, চার্লস ব্রসন, টাওয়ারিং ইনফান্টী, স্টিভ ম্যাকুইন, রিটার্ন অফ দু ডায়ন – ব্রস লী। এখন সেখানে ড্রেস মেটিরিয়ালের কেছা। লাইট হাউস আর বাতি জ্বেলে পথ দেখায় না। কলকাতাটাই যে ভুবতে বসেছে। গো ধরাধরি করে নিউ এম্পায়ার। কোনও এক মহাজাগতিক বিশ্বাসে সীতা এখনও টিকে রয়েছে। ইম্পেরিয়াল হাউস। শ্বেত পাথরের বাঁকানো সিঁড়ি উটে গিয়েছে। বেলজিয়াম গ্লাসের মিরর। দেখায়েছি ছিচকের দা বার্ড, রোমান হলিডের অদ্রে হেপবার্নের ছবি।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



সন্তানরা আমার প্রাণ। তাদের গান না শুনলে রাতে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন সন্তানদের ভক্তি গীতি শুনতেন

## তারাপীঠের বামাক্ষাপা



তন্ত্র সাধক বামাক্ষাপা মনে করেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষাপা বলছেন, মানব সেবায় রত্নী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি

# কাশী বা বারাণসীর গঙ্গার ঘাটগুলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক নির্মাণ করলে

## ভারতীয় মহাকাব্য, পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিতি হওয়া সম্ভব

রবীন্দ্রকুমার শীল

কাশী বা বারাণসীর ঘাট নিয়ে সারা বিশ্বের হিন্দুদের একটি উৎসাহ এবং আগ্রহ রয়েছে। তার কারণ তারা মনে করেন যে কাশীতে গিয়ে যদি কোনও ঘাট থেকে গঙ্গা স্নানসহ পূজা দেওয়া যায় তাহলে মনটা পরিষ্কৃত হয়ে যায়। মনের মধ্যে সব গ্লানি দূর হয়ে যায়। কাশী বা বারাণসী শুরু থেকেই ধর্মীয় স্থান হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করে। বিশ্বের বহু গবেষকরা এসেছেন কাশীতে। তাঁরা কাশী নিয়ে গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরাণ কথার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ শাসকেরা কাশীর ওপরে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি। তার একটি মাত্র কারণ কাশী বা বারাণসী হচ্ছে ভারতীয় সনাতন ধর্মের তীর্থস্থান এর পাশাপাশি চর্চা কেন্দ্রও বটে। এই প্রবন্ধ লেখার আগে আর একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। সেখানে কাশীর গঙ্গার ঘাট নিয়ে লেখা হলেও তা সম্পূর্ণ করা যায়নি। কাশীর প্রতিটি গঙ্গাঘাটেরএকটি করে ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসের সম্পর্কে জানতে না পারলে কাশীর ঘাট সম্পর্কে বহু তথ্য অজানা থেকে যাবে। এর আগের প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র ঘাট সম্পর্কে বলেছিলাম। তারপরে আর লেখা সম্ভব হয়ে উঠেনি কাজের চাপে। আবার শুরু করলাম কাশীর ঘাট নিয়ে আলোচনা। তবে এই আলোচনা করতে যে বইটি সাহায্য করেছে তা যেন হল ‘ঈশ্বরভূমি বারাণসী’। লেখক চঞ্চল ঘোষ। যাইহোক এখন মূল আলোচনায় ফিরে আসা যেতে পারে। **লালী ঘাট** ৪ মুসলিম রাজত্ব কালে বাল শাহ নামে একজন সেনাপতি গঙ্গার ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। যার নামে ঘাটের নাম রাখেন লালী ঘাট। **কদোর ঘাট** ৫ গঙ্গার ঘাট থেকে খাঁড়ই সিঁড়ি ধরে পৌঁছাতে হয় এই মন্দিরে। হিমালয়ে কদোরনাথ আছেন। সারা হিমালয় জুড়েই সর্বভ্যাপী শিব বা কদোরনাথ বিরাজ করছেন। তিনি কোথাও বরীনাথ, আবার কোথাও অমরনাথ, আবার তিনি কোথায় কৈলাশ। কেনে কদোরনাথ সারা হিমালয় জুড়ে তাঁর প্রভাব বিস্তার হতে শুরু করে দিল তা নিয়ে সবাই উৎসুক রয়েছে। আর কোনও দেব দেবীকে তো হিমালয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায় না। শুধু মাত্র ভূতনাথ সেখানে প্রভাব বিস্তার করছেন। তিনি পঙ্গকে মাখায় বহন

সর্বত্র। এমনকী কাশ্মীরে সেখানেও তিনি অমরনাম নাম গ্রহণ করে উপস্থিত। কাশ্মীরের ‘অমরনাথ’-এ বাবা শিবকে গ্রহণ করে প্রকৃতি। প্রকৃতি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে শিবের যোগ রয়েছে। নাহলে কোনও সময়ে এটা সম্ভব হতো না যে হিমালয়ের মতো স্থানে কারোর রাজ বিস্তার করা। একমাত্র শিব বহু নামে নিজেকে হিমালয়ের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন।

শিব স্বর্গে থাকেন না। তিনি সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসেন। সেই কারণে ভারতের সাধারণ জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই গাঢ়। সেই কারণে শ্রাবণ মাসে বাবা তারক নাথের মাথায় জল ঢালতে বহু ভক্তরা তারকেশ্বর থেকে শুরু করে যেখানেই বিখ্যাত শিব মন্দির রয়েছে কাঁধে বাঁকে করে জল নিয়ে উদ্গিহিত হন ভক্তরা। কাশীতে অবস্থিত কদোরনাম লিঙ্গ সৃষ্টির হওয়ার একটি কাহিনী রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও ভক্ত প্রতি বছর কৈরিনাথ দর্শন করতেন।সেই ভক্তের বয়স বৃদ্ধি পায়। শরীরের শক্তি কমে যেতে থাকে। তার পক্ষে আর হিমালয়ে গিে

কদোরনাথের পুজো দেওয়া বা দর্শন করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি সেই সময়ে হেঁটে বেনারসের দক্ষিণ প্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। তারপরে তিনি শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায় সেখানেই অবস্থান করেন। বাবা তারকনাথের নাম স্মরণ করে নিজের হাতে রান্না করে খিড়ি কলাপাতায় করে ভোগ নিবেদন করতেন এবং বলতেন, প্রভু তোমার দেখা কী আর পাখো না? তোমাকে দেখতেই পথে বের হয়েছি। অল্প কিছুদিন পরে ভক্তের অস্ত্রের কণা শুনতে পান কদোরনাথ। তার পরে মহাদেব



বলেছিলেন, তোমার করুণ প্রার্থনা আমি সম্ভুষ্ট হয়েছি। তোমার প্রসাদ গ্রহণ করছি। আমি কাশীতে বিরাজ করবে। বাবা কদোরনাথ যেতে পারবেন না তারা কাশীতেই কদোরনাথের দর্শন লাভ করতে পারবেন। আমার একটি আনাদিলিস কদোরনাথ নামে পরিচিত লাভ করবে কাশীতে। তোমার মতো ভক্তরা আমার দর্শন করতে পারবে। কাশীর কদোরনাথ দর্শ করলেই হিলামালয় কদোরনাথ দর্শন করা একই হবে। সেই সময় থেকে আনাদিলিস কদোরনাথ নাম গ্রহণ করে এখানে বিরাজ করছেন।কাশীর কদোরনাথ-মন্দিরের সমানে একটি কুণ্ড রয়েছে। ভারতীয় পুরাণ, মহাভারত এবং রামায়ণ মহাকাব্যের মহেশ্বর আশ্রয় স্থান তা মানসিংহের কাছে অজনা ছিল না। সেই কারণে তিনি মানসসরোবরকে কাশীতে গঙ্গার ঘাটে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তৎকালীন যুগে কৈলাশ মানস সরোবর যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। সবার পক্ষে যাওয়া সেখানে প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই কারণে মানসিংহ কাশী বা বারাণসীতে গঙ্গার ঘাটে মানসসরোবর ঘাট নির্মাণ করেছিলেন। তিববতে

মানসসরোবরে সবার যাওয়া হয় না। পূণ্য অর্জন লাভ করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে কাশীর গঙ্গার সঙ্গে মানসসরোবর ঘাট নির্মাণ করে সবার পূণ্য অর্জন করার অধিকার দিয়েছিলেন। **নারদ ঘাট** ৪ নারদ ঘাট নামকরণ করা হয়েছে তার পুরাণ কথা রয়েছে। বলা হয়ে থাকে এখানে দেবর্ষি নারদ ত পস্যা করেছিলেন। সেই কারণে এই ঘাটের নাম করা হয়েছে নারদ ঘাট। এখানে পরপর ঘাট। সিঁড়ির পর সিঁড়ি। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে চলে যাওয়া সম্ভব। কথিত রয়েছে নারদ সবার সঙ্গে কথা বলতেন। কারোর সঙ্গে কোনও রকম মনোমালিগ্ন ছিল না। তিনি ছিলেন সংবাদ বাহক। দেব দেবীর দ্রুত গতিতে চলাফেরা করতেন। তাঁর চলার পথও খুব মসুন ছিল। কত মানুষ এই ঘাটে উপস্থিত হয়ে অন্য ঘাটের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে থাকেন। **রাজা ঘাট** ৪ মহারাষ্ট্রের পেশোয়া অমৃতরাও এই ঘাটের প্রতিষ্ঠাতা। এই ঘাটের ওপরে রয়েছে পেশোয়া পরিবারের রাজপ্রাসাদ এবং তাদের নিজস্ব মন্দির। এই ঘাটকে অনেকে আবার বিনায়ক ঘাট বলে থাকেন। এরপরে রয়েছে পাঁড়া বা পাণ্ডা ঘাট। এক সময়ে কাশীর পাণ্ডারা নিজদেশের জন্য এই ঘাট নির্মাণ করে ছিলেন। এখানে সেই সময়ে অন্য কোনও ব্যক্তির গঙ্গা স্নান করার অধিকার ছিল না। একমাত্র পাণ্ডারা এই ঘাটে এসে গঙ্গা স্নান করতে পারতো। **চৌষড়ি যোগিনী ঘাট** ৪ অতীত কালে এইখানে একটি চৌষড়ি যোগিনী মন্দির ছিল। জানাতে পারা গিয়েছে এই ঘাট সংস্কার করে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কালের করাল গ্রাসে সব মন্দির নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটি মাত্র মন্দির রয়েছে। বর্তমানে দুর্গা ও ভদ্রকালীর বেষ্টমন্দির রয়েছে সেটিও নির্মাণ করেছিলেন যশোরের রাজা প্রতাপদিত্য। নবরাত্রির সময়ে এখানে মেয়েরা চৌষড়ি যোগিনীর পূজা করে যে থাকেন। দোলপূর্ণিমার দিনে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে ছেলেমেয়েরা এসে গান নৃত্য করে থাকে। যোগিনী মন্দির মানেই হচ্ছে তন্ত্র সাধনার স্থান। তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে গেলে যোগিনী মন্দির চাই। কিন্তু পথে সেখানে ক্ষেব ধর্মমত প্রকাশ লাভ করতে শুরু করে। তন্ত্র সাধনার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ এর ঘোম ভক্তি এসে উপস্থিত হয়। দোলপূর্ণিমার দিনে

## সম্পাদক সমীপেষু

### কমিক অভিনেতা রবি ঘোষ

পিকু সিনেমার গুটিং চলাছে। সেটে রয়েছে ইরফান খান, দীপিকা পাডুকোন এবং তিনি। হঠাৎ শটের মাঝখানে বেশি উনি দীপিকাকে বলছেন, দীপিকা ডু ইউ নো দিস স্যান্ড্রির কলড রবি ঘোষ? প্রকটা করে উনি ইরফানের দিকেও তাকালেন। দীপিকা, ইরফান কেউই রবি ঘোষকে চিনতেন না। তারপর বলতে শুরু করলেন, ভারতবর্ষে রবি ঘোষের থেকে বড় কমিক টাইমিং আর কোণ্ড অ্যান্ড্রেরের না কোনও দিন হতো, না কোনও দিন হতো। যিনি এটা বললেন তার নাম অমিতাভ বচ্চন। অভিনয় ছিল তার মজ্জায় মজ্জায়। তাই কোনও বাধাই তাঁর সেই ‘প্যানশন’কে দমিয়ে রাখতে পারেনি। আর পেশাদারিত্ব? ঠিক সময়ে কাজের জায়গায় পৌঁছানো ছিল তাঁর স্বভাব। ‘ঠগিনী’ ছবি তৈরির সময় এক দিন বেশে দেরি হল ফ্লোরে পৌঁছাতে। দুপুরের রেকের আগে পল্টু নির্বিঘ্নে কাজ শেষ হলে জানা গেল তিনি সেই সকার্লেই মা-কে দাহ করে এসেছেন। তাই দেরি। তিনি বাংলা র গর্ব রবি ঘোষ। তাঁকে কমেডিয়ান বললে ভীষণ রোগে যেতেন। বলতেন; কমেডিয়ান বলে আলাদা কোনও সংজ্ঞা আমার বিশ্বাস নেই, আমি এক জন চরিত্রাভিনেতা। গুরু মানতেই চালা চ্যাপলিনকে। তাঁর আসল নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ ঘোষদত্তিদার। অতবড় নাম হেঁটেকেটে বাংলা অভিনয় জগতে এলেন রবি ঘোষ নামে।

২৪ নভেম্বর, ১৯৩১। কোচবিহারে মামাবাড়িতে জন্ম হয় রবি ঘোষের। বাবা জীতেন্দ্রনাথ ঘোষদত্তিদার আদত ছিলেন পূর্ব বাংলার বরিশালের গাভার বাসিন্দা। পড়াশোনার শুরু কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলে। পরে ১৯৪৭ সালে কলকাতার সাউথ সার্বাবানি মেনে ‘স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন উত্তমকুমারের ভাই অভিনেতা তরুণ চট্টোপাধ্যায়। ভবানীপুর

রাধাকৃষ্ণ মূর্তিকে নিয়ে উৎসবকে বলা হয়ে থাকে ধুরড়ি উৎসব। এখারগে শ্যামাচরণ লাহিড়ির প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর শিবলিঙ্গ মন্দির রয়েছে। অসাধারণ নাগনাগিনীর মিথুন মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। এর পরে রয়েছে রানামহল ঘাট, দ্বারভাঙ্গা ঘাট। রানামহল ঘাট রাজস্থানে রানাদের দ্বারা নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দ্বারভাঙ্গা ঘাট বিহারের দ্বারভাঙ্গা রাজাদের দ্বারা নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কাশী বা বারাণসীতে ভারতে শক্তিশালী চেষ্টা করেছেন তাদের নামে একটি করে ঘাট নির্মাণ করে দেওয়ার। তাঁরা মনে করতেন কাশী বা বারাণসীতে যদি একটি করে তাঁদের নামে ঘাট তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে তাহলে তাঁদের নাম আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের কথা কেউ ভক্তরা ভুলবে না। সবাই তাদের নাম স্মরণ করবে। কাশী বা বারাণসীতে বহু তীর্থযাত্রা এসে উপস্থিত হয়। তারা সবাই ঘাটে গিয়ে গঙ্গার স্নান করে পুণ্যার্জন লাভ করার বাসনা ত্যাগ করতে পারেন না। সেই কারণে তাদের রাজা মহারাজারা তাদের নাম করে একটি ঘাট নির্মাণ করে গিয়েছেন। বা তাদের রাজের নাম করে কোন কোনও ঘাট নির্মাণ করেছেন।

**অহল্যাবান্ধি ঘাট** ৪ আধুনিক বারাণসী গড়ে তোলার জন্য যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তিনি হলেন হন্দোলের মহারানি অহল্যাবান্ধি। তাঁর স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে এই ঘাটটি। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির ছাড়াও গড়ে তুলেছিলেন পথ, কুণ্ড, ধর্মশালা, মন্দির, নহবৎখানা এবং ছত্র। কাশীর ঘাটের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে সারা ভারতবর্ষ। বারাণসী আর বেশি করে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। কিন্তু অতীতেত ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে যদি আধুনিক বারাণসী গড়ে ওঠে তাহলে বারাণসীর যে অতীত রূপ রয়েছে সেই রূপটা বেশ খানিকটা স্নান হয়ে যেতে পারে। সেই কারণে প্রাচীন ভারতের কাশীর বা বারানসীর ঐতিহ্য যাতে স্ঠনা হয়ে যায় তার দিকে লক্ষ রাখা উচিত। কাশীকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।



ছাত্রজীবনে ‘বঙ্গুমন’ নামে একটি নাটকের দল গড়ে মহড়া দিতেন আশুতোষ কলেজের ছাত্র। তাঁকের জন্য বহু বার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হয়। অভিনয় করা তাঁর বাবা জীতেন্দ্রনাথ একবারের পছন্দ করতেন না। প্রায়ই স্ত্রী জ্যোত্স্নারানিকে বলতেন, রবি অভিনয় কইরা সময় নষ্ট করে ক্যান? তোমার পোলারে হয় দি ওই চেহারায়ে অভিনয় করা দি। বাবা না হলেও, মা ও বড়মামার সমর্থন যেতেন। বলতেন; কমেডিয়ান বলে আলাদা কোনও সংজ্ঞা আমার বিশ্বাস নেই, আমি এক জন চরিত্রাভিনেতা। গুরু মানতেই চালা চ্যাপলিনকে। তাঁর আসল নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ ঘোষদত্তিদার। অতবড় নাম হেঁটেকেটে বাংলা অভিনয় জগতে এলেন রবি ঘোষ নামে।

১৯৫৯ সালে তিনি আহবান চলচ্চিত্রে একটি ছবি চরিত্রে অভিনয় করেন। তপন সিনহার গল্প হাথ্যে সত্যিতে অভিনয় করে মধ্যমে তিনি সবার নজরে আসেন। ১৯৬৮ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায় নির্মিত ‘গুপী নায়িকা বাঘা বানন’ চরিত্রে তার অভিনয় চলচ্চিত্রজগতে একটি মাইলফলক। একে একে তিনি অভিযান (১৯৬২), (ক্রমশঃ









## বীরু ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর, ডিপিএল-এ খেলবেন ঋষভ পন্থ!

নয়াদিল্লি, ২ আগস্টঃ ঋষভ পন্থ, নবদীপ সাহিনি, হর্ষিত রানা। এরকম বেশ কিছু পরিচিত নাম দেখা যাবে উদ্বোধনী দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে। এ মাসের মাঝামাঝি হবে দিল্লি প্রিমিয়ার লিগ। এমনটাই জানিয়েছে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা। পুরুষ এবং মহিলাদের ক্রিকেট, একই সঙ্গে চলবে দিল্লি প্রিমিয়ার লিগ। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলি হবে। পুরুষদের ক্রিকেটে ছাঁট ফ্র্যাঞ্চাইজি দল রয়েছে। প্রায় প্রতিটি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থারই নিজস্ব টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হয়। সেখান থেকে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও সুযোগ পান অনেকে। এ বছর শুরু হয়েছে বেসল প্রিমিয়ার লিগ। আইপিএলের স্মার্টটো উপস্থিতি ছিলেন কলকাতার ইভেন গার্ডেনে। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার প্রধান রোহন জেটলি বলেন, “ঋষভ পন্থ, নবদীপ সাহিনি, হর্ষিত রানা এবং অনেক পরিচিত ক্রিকেটারই উদ্বোধনী দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে খেলবে। ঋষভের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলেছি। জাতীয় দলের খেলা না থাকলে ও এই টুর্নামেন্টের ম্যাচে নামবে বলে কথা দিয়েছে। এই মুহূর্তে বলতে পারি, ঋষভ খেলবে।” পরিচিত



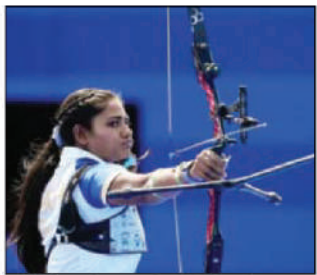
মুন্ডের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-২৬ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ উভটি প্রতিভাদেরও দেখা যাবে ডিপিএলে। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর বিশ্ব ক্রিকেটের বিখ্যাতী গুণেনার বীরেন্দ্র শেখওয়াজ। উদ্বোধনী সংস্করণ নিয়ে উচ্ছ্বসিত ভারতের প্রাক্তন গুণেনার। বলছেন, “যে সমস্ত তরুণ ক্রিকেটাররা নেটে পরিশ্রম করে চলে, তাদের কাছে একটা দারুণ সুযোগ। এই টুর্নামেন্টে ভালো পারফর্ম করতে পারলে আরও বড় সুযোগ আসতে পারে। কেরিয়ারের শুরুতে আমি এমন ভিন্ন ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলার এই সুযোগ পাইনি। আমার ছেলেরাও ক্রিকেট খেলে। আশা করি সে এই সুযোগটা পাবে।” উদ্বোধনী সংস্করণে মোট ৪০টি ম্যাচ। এর মধ্যে মেয়েদের ক্রিকেটে সাতটি ম্যাচ এবং পুরুষদের ৩৩টি ম্যাচ। যে ছাঁট ফ্র্যাঞ্চাইজি দল অংশ নিতে চলেছে তারা হল-ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান লায়াল, বর্ধ দিল্লি স্ট্রাইকার্স, সাউথ দিল্লি সুপারস্টার্স, পুরানি দিল্লি-৬, দিল্লি কিংস ও ইস্ট দিল্লি রাইডার্স। ম্যাচগুলি স্পোর্টস ১৮ ও জিও সিনেমাও সম্প্রচারও হবে।

## ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অলিম্পিকে নামলেন কিভাবে নাদা হাফেজ!



প্যারিস, ২ আগস্টঃ এও কি সম্ভব? এই প্রশ্ন নিয়ে তোলপাড় চলছে প্যারিস অলিম্পিকে। এমনটিতে এ বারের অলিম্পিক ঘিরে বিতর্কের শেষ নেই। অকস্মাৎ হানায় ধমকে গিয়েছিল ফ্রান্সের রেল পরিষেবা। শোন নদীর জলের দূষণমাত্রা। আচমকিই বেড়ে যাওয়া। মেয়েদের বাজিয়ে লিঙ্গ বিতর্কে থাকা দুই বঙ্গারকে অলিম্পিকে নামার অনুমতি দেওয়া। একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। তার মধ্যে আবার জানা গেল এক ঘিমেয়রক তথ্য। যা নিয়ে চলছে তোলপাড়। এক সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলা অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবেন। যা ঘিরে বিতর্কের পাশাপাশি হুইইও কম নেই। ওই অ্যাথলিট কি অলিম্পিকের নিয়ম মেনেনি? লুকিয়ে নেমেছিলেন অলিম্পিকে? ইজিপ্টের ফেন্দার নাদা হাফেজের একটি ইন্সটাগ্রাম পোস্ট নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে খেলার দুনিয়ায়। মেয়েদের সবার ইভেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার জিওন হুইংয়ের কাছ হেরে বিদায় নিয়েছেন।

## প্যারিসে ঘুরে দাঁড়ালেন বাংলার মেয়ে, আর্চারির শেষ আটে অঙ্কিতা



প্যারিস, ২ আগস্টঃ টানা বার্থা নিয়ে চলছিল আলোচনা। টিম ইভেন্ট ও ব্যক্তিগত ইভেন্ট থেকে কার্যত কিছুই করতে পারেননি ভারতীয় আর্চাররা। একমাত্র দীপিকা কুমারীতে কিছুটা মুখ রক্ষা হয়েছে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ভারতের ছেলে-মেয়েরা। আর্চারির মিস্ত্র টিম ইভেন্টের শেষ আটে অঙ্কিতা ভকত ও ধীরাজ বোমনেভারা। ইন্দোনেশিয়ার টিমকে ২-০ সেটে হারালেন তারা। হাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে অন্য ইভেন্টগুলোয় পারফর্ম করতে পারছিলেন না। মিস্ত্র টিম ইভেন্টে কিন্তু অঙ্কিতা আর ধীরাজ চমকে দিলেন। চার সেটের ম্যাচে ৫ পয়েন্ট তুলতে হয় ম্যাচ জেতার জন্য। ভারতীয় মিস্ত্র টিম তৃতীয় সেটেই তুলে নিলেন ৫ পয়েন্ট। প্রথম সেটটা তারা জিতলেন ৩৭-৩৫। দ্বিতীয় সেট ৩৮-৩৮ এ ড্র। পরের সেটটা আবার ভারতের ছেলে-মেয়ে জিতলেন ৩৮-৩৭। বাংলার মেয়ে হলেও অঙ্কিতা বাড়শুণ্ডর হয়ে খেলেন। অলিম্পিকে কিন্তু তিনি নিজেকে মেলে ধরলেন। তিনটে সিরিজে মোট ৩০টি ১০ মেরুতেনে অঙ্কিতা। প্রথম সিরিজে দুটো শট ৯ ও ৯। কিন্তু সেটে আবার তাঁর ধনুক থেকে বেরোয় ৯ ও ১০। তৃতীয় সিরিজে সেই তিনি কিন্তু পর পর দুটো শটেই মারেন ১০ ও ১০। তিনি এমন পারফর্ম করায় আর ইন্দোনেশিয়ার আর্চাররা দাঁড়তে পারেননি। চাপ মুখে পড়েই ছিটকে গেলেন তারা। এশিয়ান গেমসের মিস্ত্র টিম ইভেন্ট থেকেও ব্রোঞ্জ এনেছিল এই জুটি। অঙ্কিতার মতোই ধীরাজও সেরাটাই দিয়েছেন। দু'জনেই প্যারিসের ভালো করেই চেনেন। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে আরও কঠিন প্রতিপক্ষের মুখে পড়তে হবে। তার জন্য অঙ্কিতা ও ধীরাজ তৈরি। ৭০ মিটার দূরত্ব থেকে লক্ষ্যভেদের স্বপ্নপূরণ করতে মরিয়া ভারতের ছেলে-মেয়ে।

## রুদ্রশ্বাস ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে হকিতে পদক জয়ের আশা বাড়াল ভারত

প্যারিস, ২ আগস্টঃ দুরন্ত জয় হকিতে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ এ-র ম্যাচে ভারতীয় হকি দল ৩-২ গোলে জিতে পদকের আশা বাড়িয়ে রাখল। শুক্রবার গেমস হকিতে রুদ্রশ্বাস ম্যাচ হয়েছে। ১৯৭২ সালের পরে হকিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ভারতীয় দল। ম্যাচে একটা সময় ভারতীয় দল ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল, সবাই যখন ভাবছে ভারত হাসতে হাসতে ম্যাচটি জিতে যাবে, সেইসময় এক গোল হজম করে টেনশন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় দল বিরতিতে ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল। ভারতের হয়ে ম্যাচে প্রথম গোল অভিষেক সিং। পরের দুটি গোল হরমন্টীত সিংয়ের। এই জয়ের সুবাদে ভারতীয় দল সেমিফাইনালের পথে একটাটাই এগিয়ে গিয়েছে। গতবার হকিতে পুরুষ দল ব্রোঞ্জ জিতেছিল। এবার ভারতীয় দল যে ছন্দে রয়েছে, তাতে এবার পদকের রং বদলাতে পারে।



## চোটের বাহানা! নির্বাসনের কড়া শাস্তি চাইছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি

হায়দরাবাদ, ২ আগস্টঃ আইপিএলের জন্য রেজিস্ট্রেশন করছেন। অনেক আশা নিয়ে তাঁকে কোনও দল কিনেছেও। বিশাল অঙ্কে দলে নেওয়া হয়েছে। কখনও বা সংশ্লিষ্ট প্লেয়ার তাঁর প্রত্যাশা অনুযায়ী দর পাচ্ছেন না। হঠাৎই হয়তো নাম তুলে নিলেন। আবার কখনও চোটের বাহানায় খেলছেন না! আইপিএলে এমন ঘটনা নতুন নয়। বিনিশি ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এমনটা অনেক সময়ই দেখা যায়। মনমতো দর না পাওয়ার কারণেই কি চোটের বাহানায় নাম তুলে নেন অনেক ক্রিকেটার? গুয়ানিন্দু হাসারঙ্গার ক্ষেত্রে কি গত মরসুমে এমনটাই হয়েছিল? সানারহিজার্স হায়দরাবাদের শীর্ষকর্তা কাব্য মারানের হৃদিত তেমনই। এরকম প্লেয়ারদের জন্য কড়া শাস্তি চাইছেন কাব্য। আইপিএলের আগামী মরসুমের নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের সঙ্গে মিটিং করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেখানেই নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী আইপিএলে মেগা অকশন।



ধরেনে বলই খবর। গত বারের আইপিএলে শ্রীলঙ্কার লেগ স্পিনার গুয়ানিন্দু হাসারঙ্গাকে বিনে করেনি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গলুরু। তাঁকে নিলামে নিয়েছিল সানারহিজার্স হায়দরাবাদ। ১.৫ কোটি টাকায় তাঁকে নেয় সানারহিজার্স। যদিও

চোটের কারণে ছিটকে যান। অনেকেই মনে করেছিলেন, চোট নয়, আসলে টাকার অঙ্কটা পছন্দ না হওয়াতেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন হাসারঙ্গা। সানারহিজার্স হায়দরাবাদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক কাব্য মারান একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে সাক্ষাৎকারে বলেন, “অকশনে দল পাওয়ার পরও কোনও প্লেয়ার যদি খেলতে না আসেন, চোট ছাড়া কোনও কোনও কারণে সরে দাঁড়ান, তাঁকে নির্বাসিত করা উচিত।” কাব্য অবশ্য কারও নাম উল্লেখ করেননি। তাঁর হৃদিত যে গুয়ানিন্দু হাসারঙ্গা, এমনটা অনুমান করাই যায়। কাব্য আরও বলেন, “একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নানা পরিকল্পনা করেই প্লেয়ার বাছাই করে। কবিশেষনের পরিকল্পনা থাকে। কোনও প্লেয়ারকে কম টাকায় পাওয়া সব সময় হয় না। চোটের সেই ফ্র্যাঞ্চাইজির হাত নেই। তবে সেই প্লেয়ারকে নেওয়ার পরও খেলতে না এলে কবিশেষনে অনেক সমস্যা হয়। দলের ভারসাম্য নষ্ট হয়।”

## পদক জিততেই খুলে গেল কপাল, মাত্র ২ দিনেই ৪০টা অফার পেলেন মনু ভাকের



নয়াদিল্লি, ২ আগস্টঃ ব্রোঞ্জ জিতেও দেশের ‘গোল্ডেন গার্ল’ এখন মনু ভাকের। প্যারিস অলিম্পিক থেকে দু-দুটি পদক অর্জন করে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন মনু। শুটিংয়ে পদকে ১২ বছরের খরা কাটিয়েছেন হরিয়ানার মেয়ে। ২২ বছরের মনুতে এখন মনুদেব গোটা দেশ। আর অলিম্পিকে পদক জিততেই ভাগ্য বদল। জোড়া পদকের দৌলতেই দেশের মুখ খুলে উঠছেন মনু। তাঁকে দিয়ে বিজ্ঞাপন করতে মরিয়া বড় বড় সংস্থা। কোটপতি আগেই ছিলেন মনু। বিভিন্ন টুর্নামেন্ট ও ব্রান্ড স্পনসরশিপের দৌলতে মাত্র ২২ বছর বয়সেই মনু ভাকেরের সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ১২ কোটি টাকা। এবার আরও সম্পত্তি বাড়তে চলেছে মনুর। প্রতিদিনই তাঁর কাছে আসছে বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব। জানা গিয়েছে, অলিম্পিকে পদক জয়ের পরই ৪০টি ব্রান্ডের কাছ থেকে বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব পেয়েছেন মনু ভাকের। অলিম্পিকে তৃতীয় পদক অর্জনের লক্ষ্যেই আপাতত স্থির মনু, তবে তাঁর এজেন্সি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের প্রজেক্টে সই করেছে। অলিম্পিকে পদক জেতার পর শুধু মানই নয়, দরও বেড়েছে মনুর। আগে যেখানে বিজ্ঞাপন পিছু ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা নিতেন, এখন তাঁর ফি ৬-৭ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, এখন বিজ্ঞাপন পিছু দেড় কোটি টাকা চার্জ নিচ্ছেন মনু। আইওএস স্পোর্টস অ্যান্ড এনটারটেইনমেন্ট, যে সংস্থা মনু ভাকেরের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব রয়েছে, সেই সংস্থার সিইও তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর নীরব তোমার বলেন, “বিগত ২-৩ দিনেই ৪০টি বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব এসেছে। আপাতত আমরা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি দিকেই নজর দিচ্ছি। কয়েকটি চুক্তিও স্বাক্ষর করা হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “পদক জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই ওর (মনু) ব্রান্ড ভ্যালু ৫-৬ গুণ বেড়ে গিয়েছে। আগে ২০-২৫ লক্ষ টাকা নেওয়া হত, এখন বিজ্ঞাপন পিছু দেড় কোটি টাকা চার্জ নেওয়া হচ্ছে। এক বছরের চুক্তির জন্য এই চার্জ নেওয়া হচ্ছে।

দুরন্ত প্রকাশন গ্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নন্দর কর্তৃক সত্যজু এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নন্দর

Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Profulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com

## অলিম্পিক্সে পদক জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে মনু ভাকের আজ ঐতিহাসিক ফাইনাল



প্যারিস, ২ আগস্টঃ জোড়া পদক নজির গড়েছেন মনু ভাকের। এ বার হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে অলিম্পিকের এক সংস্করণে জোড়া পদকের ইতিহাস গড়েছেন শুটার মনু ভাকের। ব্যক্তিগত ইভেন্টে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পদকে স্বাভা খোলেন। সেটি প্যারিসে দেশেরও প্রথম পদক ছিল। এরপর সরবজ্যোৎ সিংয়ের সঙ্গে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল টিম ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ পদক মনু ভাকেরের। তাঁর স্পেশালিটি ২৫ মিটারে। এ দিন যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তিনি কতটা কঠিন পরিশ্রম করেছেন, পারফরম্যান্সেই পরিষ্কার। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জে খুশি হলেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তেমনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলার

ঈশা সিংও। মনু একাই ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষে হাঙ্গেরির ডেরোনিকা মেজার। মাত্র ২ পয়েন্টের জন্য দ্বিতীয় স্থানে থেকে ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করেন মনু ভাকের। প্রিশিশন রাউন্ডে ২৯.৪ এবং ব্যাপিড রাউন্ডে ২৯.৬। সব মিলিয়ে ৫৯.০ স্কোর মনু ভাকেরের। হাঙ্গেরির প্রতিপক্ষ সব মিলিয়ে ৫৯.২ পয়েন্ট তুলেছেন। প্যারিস অলিম্পিকে এখনও অবধি তিনটি পদক এসেছে ভারতের বুলিতে। তিনটিই শুটিংয়ে। মনু ভাকের ব্যক্তিগত এবং টিম ইভেন্টে মিলিয়ে দুটি ব্রোঞ্জ। এ ছাড়াও পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি-পিতে ব্রোঞ্জ এনেছেন স্বপ্নিল কুসালো। মনু ভাকের যে ছন্দে রয়েছে, তাতে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা প্রবল। হয়তো পদকের রং বদলাতেও পারে।

## অলিম্পিকে অসুস্থ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন স্লোভাক সাতারু

প্যারিস, ২ আগস্টঃ অলিম্পিকে এ বার ঘটনার ঘনঘটা। একের পর এক ঘটনা, বিতর্ক চলছে। এখনও অলিম্পিক শেষ হতে এখনও বেশ কয়েকদিন সময় বাকি। এ বার দুর্ঘটনার হাত থেকে স্লোভাকিয়ার এক সাতারু। মেয়েদের ব্যক্তিগত ২০০ মিটার সাতারে হিট শেষের পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন স্লোভাকিয়ার সাতারু তামারা পোতোকা। তাঁর চোখমুখ দেখেই বোঝা যায় যে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন স্লোভাকিয়ার সাতারু। ছুটে আসে মেডিক্যাল টিম। প্যারিসের লা ডিফেন্স এরিয়াতে ঘটনাটি ঘটে। হিটে সাত নম্বরের শেষ করেন পোতোকা। ২০০ মিটার পার করতে সময় নেন ২ মিনিট ১৪.২০ সেকেন্ড। সেমিফাইনালে যেতে পারেননি স্লোভাকিয়ার সাতারু।

## ‘শরীর আর মানসিক শক্তির জন্য ছোট বিরতি লাগবে’ অলিম্পিক্স থেকে ছিটকে গিয়ে ভবিষ্যতের কথা সিন্ধুর

প্যারিস, ২ আগস্টঃ প্যারিস অলিম্পিক্সের ব্যাডমিন্টনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেছেন ভারতের পিভি সিন্ধু। রিও অলিম্পিক্সের রৌপ্য পদক এবং টোকিও অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জ পদক প্রাপক সিন্ধুর এই বিলম্ব মেনে নিতে পারেনি তাঁর ভক্তরা। ২৯ বছর বয়স, কিন্তু প্রথম দিকে কয়েকটা ম্যাচে বিপুলমাত্র রিফ্রেস সমস্যা হয়নি। কিন্তু হঠাৎই আসল সময় সমস্যা হল সিন্ধু। প্রি-কোয়ার্টারে একাধিক ভুল শট সিলেকশন এবং আনফোর্সড এররের জন্য ম্যাচ হাতছাড়া করেন তিনি, সেই সঙ্গে পদক জয়ের সম্ভাবনা জলে চলে যায়। তবে ভারতীয়দের মধ্যে সিন্ধুই ছিলেন এবারে ব্যাডমিন্টনে ভারতের সেরা সম্ভাবনাময় প্রতিযোগী। ধরেই নেওয়া হয়েছিল, অলিম্পিক্সে তিনি একটি পদক আনবেনই, কিন্তু সেটা হয় হয়ে ওঠে



নি চিনা প্রতিদ্বন্দ্বি হি বি জিয়াওর কাছে হেরে যাওয়ায়। হায়দরাবাদের মেয়ে সিন্ধুর বর্তমান বয়স ২৯। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সের সময় তাঁর বয়স হবে ৩৩। সেই বয়সে গিয়েও একইরকম ফিটনেস ধরে রাখা ব্যাডমিন্টনে যথেষ্ট কঠিন। খেলতে পারলেও তিনি তখনও ফেভারিট হিসেবে নামবেন কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এরই মধ্যে প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে সিন্ধু বিদায়ের পরই উঠে এসেছে অগ্রীয় প্রমুখা, খেলা চালিয়ে যাবেন তো তিনি? এরই পাশ্চাৎ উত্তর এবার সমাজমাধ্যমে জানিয়ে দিলেন তারকা শটলার। নিজের এক হ্যাডেলে পোস্ট করে সিন্ধু জানিয়েছেন, খেলা ছাড়ছেন না তিনি। রাজার ফেডেরার, লিয়েন্ডার পেজেরা

বারে বারে প্রমাণ করেছেন বয়স ফ্রেফ সংখ্যা মাত্র, সচিন তেন্ডুলকার দেখিয়েছেন স্বপ্নকে তাড়া করতে জানলে, স্বপ্ন সত্যি করাও যায়। সিন্ধুও হাটছেন সেই পথেই। অলিম্পিক্স পদক জয়ের হ্যাটট্রিক যে তিনি ২০২৮ অলিম্পিক্সে করতে চান, সেটা নিজের পোস্টের মাধ্যমেই বুধিয়ে দিলেন পিভি। স্পষ্ট করে সিন্ধু বলেছেন, “আমি আমার ভবিষ্যতের বিষয় একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আমি খেলা চালিয়ে যাব একটা ছোট বিরতির পর। আমার শরীর আর আমার মানসিক শক্তির জন্য এই বিরতির প্রয়োজন। আমি আগামী দিনে সতর্কভাবে নিজের যাত্রাপথকে বিচার করব এবং যেই খেলোকে আমি এত ভালোবাসি, সেখান থেকে আরও আনন্দ বুড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।” পিভি সিন্ধু বলছেন, “একটা সুন্দর যাত্রা কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হার। এই হারটা আমার কেরিয়ারের অন্যতম কঠিন হার। এটা তুলতে সময় লাগবে। জীবন যেভাবে এগিয়ে চলে, আমি জানি এটাও সেভাবে এগিয়ে যাবে। প্যারিসে আমার যাত্রাটা অত্যন্ত কঠিন ছিল, কারণ দুবছর চোটের জন্য ডুগেছি, দীর্ঘদিন খেলা থেকে দূরে থেকেছি। কিন্তু সব প্রতিকূলতা ছাপিয়েও দেশের জন্য প্রতিনিধিত্ব করা তৃতীয় অলিম্পিক্সে সত্যি আশা তৃপ্ত করে। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবোধ করছি এমন পর্যায়ে খেলতে পেরে, আর উত্তীর্ণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরে। খারাপ সময় তোমাদের বার্তা আমায় শক্তি জুগিয়েছে। আমি এবং আমার দল প্যারিসে নিজস্বের সেরাটা দিয়েছি বলে কোনও আক্ষেপ রাখছি না।”

আগস্ট সংখ্যা

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • নবম সংখ্যা • ১ আগস্ট ২০২৪

নানান  
রোগের  
নানা পথ্য

- ঋষিকিডনি ডিজিজ ও ডায়ালিসিস
- COPD-তে হাসপাতাল যেন দ্বিতীয় বাড়ি না হয়
- “অবসাদ” - ভাস্কর্য কথার শুরু করি
- ভালভ সার্জারি
- ৪০-এর নিচে হাট আটক
- আলি র্টেজে আটক করুন ব্রেস্ট ক্যান্সারকে
- হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে খাদ্যতালিক
- শরীরের রক্তের কাজ বজায় রাখতে খাদ্যতালিক
- থাইরয়েড হরমোন সমস্যা প্রতিরোধে খাদ্যতালিক
- হৃকের সুস্থতা রাখাডায়াস

সুচিকিৎসা  
এখন অনলাইনে পড়তে  
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন

দুরন্ত প্রকাশন গ্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নন্দর কর্তৃক সত্যজু এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নন্দর

Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Profulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com